সুপ্রভাত

তারিখ 26 MAY 2008
পৃঃ ৪ কলাম ৭

স্নাতক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হইয়াছে ৩১ মার্চ হইতে। উক্ত পরীক্ষার নিয়ন্ত্রক হিসাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এবং শিক্ষার মান যে কোথায় গিয়া নামিয়াছে, প্রদত্ত প্রশ্নপত্রমালা হইতে সম্যক অনুধাবন করা যাইতে পারে। শনিবার ছিল মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের ব্যবস্থাপনা পরীক্ষা। ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে পদার্থবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম (সমাজকল্যাণ) বিষয়ের পরীক্ষা। আশ্চর্যের বিষয় হইল, উল্লিখিত পরীক্ষাগুলির কোন প্রশ্নেই সেশনের উল্লেখ নাই। উপরন্তু প্রশ্নপত্র করা হইয়াছে ২০০৪-০৫ সেশনের সিলেবাসের ভিত্তিতে। অথচ এই সিলেবাসের ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে আগামী বৎসর। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকরা জানাইয়াছেন, গত বৎসরের অনুষ্ঠিত ডিগ্রি পরীক্ষার ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, হিসাববিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা এবং ভূগোলসহ অন্যান্য বিষয়ের অনেক প্রশ্নপত্রেও কোন সেশনের উল্লেখ ছিল না। ৮-১২ মে অনুষ্ঠিত হইয়াছে মূল ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি (আবশ্যিক) পরীক্ষা। প্রশ্নপত্র হাতে পাইয়া পরীক্ষার্থীরা হতবাক। ১৯৯৭-৯৮, ২০০৩-০৪ এর পাশাপাশি প্রশ্ন আসিয়াছে ২০০৪-০৫ সালের সিলেবাস হইতেও, যেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার কথা আগামী বৎসর। প্রশ্নপত্রের মানবণ্টন লইয়াও প্রশ্ন রহিয়াছে। ফলে যথারীতি পরীক্ষার হলেই হৈচৈ শুরু হইয়া যায় পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। এমতাবস্থায় শিক্ষার্থীদের বিপাকে পড়িবারই কথা। ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হইয়াছে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের তৃতীয়পত্রের পরীক্ষা (বাংলার ইতিহাস, ১৭৫৭ পর্যন্ত)। উক্ত পরীক্ষায় 'ফরায়েজী আন্দোলন' সম্পর্কে ২০ নম্বরের একটি প্রশ্ন আসিয়াছে। ফরায়েজী আন্দোলনের নায়ক হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্ম ১৭৮১ সালে। তিনি কিভাবে ১৭৫৭ সালের পূর্বের ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে ঠাঁই পাইলেন, উহা বোধগম্য নহে। সকল পরীক্ষার্থী পরীক্ষার হলে আসিয়া থাকেন সর্বশেষ সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রস্তুতি লইয়া। কিন্তু নূতন সিলেবাসের ভিত্তিতে প্রশ্ন করা হইলে কিংবা প্রচলিত নিয়মের ব্যত্যয় ঘটাইয়া মান বণ্টন করা হইলে তাহারা যাইবে কোথায়? শিক্ষকদের ভাষ্য হইল, যথানিয়মে মানবণ্টন করা না হইলে পরীক্ষার্থীদের উপর উহার প্রভাব পড়িতে বাধ্য। মানবণ্টনজনিত সমস্যার কারণে শিক্ষার্থীরা ইংরেজির মতো বিষয়ে ৫-১০ নম্বর কম পাইতে পারে। আর উহার অনিবার্য নেতিবাচক প্রভাব পড়িতে বাধ্য পরীক্ষার ফলাফলে। সর্বোপরি সিলেবাসবহির্ভূত প্রশ্নের ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। যতই ভালো প্রস্তুতি গ্রহণ করা হউক না কেন, যেই সিলেবাসের ভিত্তিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার কথা আগামী বৎসর, চলতি বৎসর উহাতে ভালো ফলাফল করা সম্ভব নহে কিছুতেই। স্নাতক পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় সিলেবাসবহির্ভূত প্রশ্ন করা, এক সেশনের সিলেবাসের প্রশ্ন আরেক সেশনে করা, প্রশ্নপত্রে ভুল সেশনের উল্লেখ, মর্জিমাফিক মানবণ্টনসহ নিত্যনূতন ভুলভ্রান্তি যেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একরকম ক্রনিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। চলতি বৎসর ডিগ্রি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের সর্বমোট সোয়া লক্ষ পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করিতেছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এহেন খামখেয়ালিপনায় পরীক্ষার্থীদের পাশাপাশি অভিভাবকরাও উদ্বিগ্ন। ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ প্রশ্নপত্রের উত্তর দেওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। আর উহাতে পাসের হার কমিয়া যাইবার পাশাপাশি সমূহ ক্ষতির সম্মুখীন হইবেন পরীক্ষার্থীরা। উপরন্তু পরপর দুই বৎসর ধরিয়া প্রায় সকল প্রশ্নপত্রে একই ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি প্রকারান্তরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত খামখেয়ালিপনা ও দায়িত্বহীনতাই তুলিয়া ধরে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সৈয়দ রশিদুল হাসান প্রশ্নপত্রে ভুলের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, প্রশ্ন প্রণয়ন ও মডারেশনকারী শিক্ষকদের অবহেলায় উহা হইয়াছে। তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা লইবার কথাও বলা হইয়াছে। উপরন্তু তিনি বলিয়াছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুলের দায়ভাগ কোন অবস্থাতেই বহন করিতে হইবে না পরীক্ষার্থীদের। কিন্তু প্রতিকার সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই তিনি। ৫/১০ নম্বর গ্রেস দিলেই কি সমস্যার সমাধান হইবে? ইতিপূর্বে সীমাহীন অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি, কর্তব্যে অবহেলা ও দুর্নীতির দায়ে একাধিক উপাচার্য ও রেজিস্ট্রার অপসারিত অথবা চাকুরীচ্যুত হইয়াছেন। আরও দুই-চারজন হইলেও হইতে পারেন আগামীতে। কিন্তু অনিয়ম ও দুর্নীতির অপবাদ ঘুচে নাই। সেশনজটের পাশাপাশি নিত্যনূতন অনিয়ম ও উপসর্গ যোগ হইতেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কপালে। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে যথাযথ তদন্তপূর্বক উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অনিয়ম ও বিশৃংখলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়।